BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)

"Made in Bangladesh with Pride"

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Hot Line : 09638012345
E-mail : info@bgmea.com.bd, Web : www.bgmea.com.bd

Ref: বিজিএ/কাস/২০২২/১২৫

২২ জুন, ২০২২

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়: এককালীন এক্সিটের মাধ্যমে ঋণ সমন্বয় সংক্রান্ত নীতিমালা।

সূত্রঃ ক) ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০ তারিখঃ ১৬ জুন ২০২২
খ) ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৪ তারিখঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২

এতদ্বারা সম্মানিত সকল সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রোক্ত সার্কুলার "খ" এর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহিত ঋণের ক্ষেত্রে এককালীন এক্সিটের মাধ্যমে ঋণ সমন্বয় করার যে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা গ্রহনের জন্য আবেদন দাখিলের সময়সীমা সূত্রোক্ত "ক" সার্কুলারের মাধ্যমে ৩০শে এপ্রিল ২০২২ থেকে বৃদ্ধি করে ৩১শে জুলাই ২০২২ করা হয়েছে।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সূত্রোক্ত সার্কুলারদ্বয় এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

২২/৬/২০২২
মোঃ ফয়জুর রহমান
মহাসচিব

BGMEA Regional Office : BGMEA Bhaban (Lebel-4&5) 669/E, Jhautala Road (Near CNG Station), South Khulshi, Chittagong.
Tel: +880-31-2867401-10 (PABX), Fax: +880-31-2867412, E-mail: info@bgmeactg.org

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

তারিখঃ ০২ আষাঢ় ১৪২৯ / ১৬ জুন ২০২২

ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১০

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

এককালীন এক্সিটের মাধ্যমে ঋণ সমন্বয় সংক্রান্ত নীতিমালা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৪; তারিখঃ ১৫ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। এ বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত বিভিন্ন আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে (৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখের মধ্যে) আবেদন দাখিল করতে না পারায় ঋণ সমন্বয়ে সদিচ্ছুক অনেক গ্রাহক তাঁদের মন্দমানে শ্রেণিকৃত ঋণ সমন্বয় করতে পারছে না। এ প্রেক্ষাপটে, বর্ণিত এক্সিট পলিসির আওতায় গ্রাহকদের ঋণ পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খেলাপী ঋণ আদায় ও তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়নে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে–

ক) এক্সিট সুবিধার আবেদন দাখিলের সময়সীমা ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো;

খ) বর্ধিত সময়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে; এবং

গ) ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৪/২০২২ এর অন্যান্য সকল নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(মোঃ জুলকার নায়েন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

তারিখঃ ০২ ফাল্গুন ১৪২৮ / ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৪

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

একককালীন এক্সিটের মাধ্যমে ঋণ সমন্বয় সংক্রান্ত নীতিমালা।

দেশের অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর চলমান নেতিবাচক প্রভাব এবং বিবিধ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ঋণগ্রহীতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনেক ঋণ যথাসময়ে আদায় হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে তা বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ছে এবং ঋণের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়ন ও আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভিত্তিক "মন্দ/ক্ষতি" মানে শ্রেণিকৃত ঋণ (ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ) হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবেঃ

১। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে যে সকল ঋণগ্রহীতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের ঋণদায় সমন্বয়ে ইচ্ছুক বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সচল রাখতে সমর্থ নয় সে সকল ঋণগ্রহীতার অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবেঃ

ক) ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভিত্তিক ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ২% (দুই শতাংশ) অর্থ ডাউন পেমেন্ট জমা দিয়ে এক্সিট সুবিধার আবেদন করতে হবে;

খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান–গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ সমন্বয়ের জন্য এক্সিট সুবিধা মঞ্জুরীর সময় হতে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর সময় প্রদান করা যাবে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে এককালীন বা মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে অর্থ আদায় করা যাবে;

গ) এক্সিট সুবিধা মঞ্জুরীর পর হতে ঋণ সমন্বয় পর্যন্ত আদায়যোগ্য অর্থের উপর কস্ট অব ফান্ড হারে সুদ/মুনাফা আরোপ করা যাবে। তবে উক্ত সুদ/মুনাফা আদায় ব্যতিরেকে আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না;

ঘ) ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত ঋণ হিসাবটি পূর্বের ন্যায় "মন্দ/ক্ষতি" মানে শ্রেণিকৃত থাকবে।

২। অনুচ্ছেদ নং-০১ এ বর্ণিত সুবিধা প্রদানকালে আর্থিক প্রতিষ্ঠান–গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ঋণের আরোপিত সুদ (সর্বোচ্চ ৫০%), অনারোপিত সুদ, দণ্ড সুদ বা অন্য কোন চার্জ মওকুফ করা যাবে। তবে কোনক্রমেই ঋণের আসল অর্থ মওকুফ করা যাবে না। এক্ষেত্রে মওকুফকৃত সুদ একটি পৃথক সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে এবং এ নীতিমালার শর্তানুযায়ী ঋণের সমুদয় অর্থ আদায়ের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত অর্থ মওকুফ হিসেবে গণ্য হবে।

৩। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং অনুবিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত স্মারক নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১-২০৭, তারিখঃ ২৯/০৬/২০০৬ খ্রিঃ ও স্মারক নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রশা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭, তারিখঃ ১২/০২/২০০৮ এর নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।

চলমান পাতা/২

৪। এক্সিট সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক গ্রাহকগণ ডাউন পেমেন্ট পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত কোন কিস্তি বা এর অংশ হিসেবে জমাকৃত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। নির্ধারিত ডাউনপেমেন্ট পরিশোধ সাপেক্ষে এ সার্কুলারের আওতায় সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোন গ্রাহক আবেদন করলে আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে গ্রাহকের আবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৬। এ সার্কুলারের আওতায় সুবিধা গ্রহণের সময় সোলেনামার ভিত্তিতে চলমান মামলাসমূহ স্থগিত রাখা যেতে পারে। পরবর্তীতে কোন ঋণ গ্রহীতা প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গ্রাহকের স্থগিত মামলা পুনরুজ্জীবিত করাসহ ঋণ আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। এ নীতিমালার আওতায় গ্রাহকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহকভিত্তিক বর্ণিত সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (ঋণ গ্রহিতার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা, ঋণ স্থিতি, মওকুফের মাধ্যমে ব্লকড হিসাবে স্থানান্তরিত অর্থ, ইত্যাদি) পর্ষদে উপস্থাপন করতঃ কার্যবিবরণীর কপি সংশ্লিষ্ট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৮। এ নীতিমালার আওতায় আদায়কৃত অর্থের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি পৃথক বিবরণীর মাধ্যমে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (প্রত্যেক ত্রৈমাস সমাপ্তির ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

৯। জাল-জালিয়াতি বা অন্য কোন ধরনের প্রতারণা/অনিয়মের মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ এর ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(মোঃ জুলকার নায়েন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮